নব্যবঙ্গ আন্দোলন – বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম ও সমাজকে যখন যুক্তি ও মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন প্রায় একই সময় নব্যবঙ্গগন এঁদের অস্বীকার করে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে এক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু তাদের আন্দোলনে কোন ইতিবাচক ও সৃষ্টিধর্মীর চাইতে উচ্ছ্বাস প্রবনতাই ছিল বেশি। ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন থেকে তারা এক অলিক আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা করেন। ফলে নিজেদের এক খুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে তাদের প্রভাব বিশেষ অনুভুত হয়নি। চমকপ্রদ সূচনার কিছু কাল পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে।

বাংলার শিক্ষা তথা সংস্কৃতির জগতে নব্যবঙ্গদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। তাদের সম্পর্কে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় ব্যাখ্যাই অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ নব্যবঙ্গরা উপনিবেশিক শাসনের পরিবেশে পালিত হওয়ায় তাদের আদর্শের অংশীভূত বিকৃত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর "Complexities of Young Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে নব্যবঙ্গদের বৌধিক ও বাস্তবভিত্তির পর্যালোচনা করে তাদের চরিত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথম: নব্যবঙ্গদের একটি সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমমনষ্ক গোষ্ঠী বলে মনে করা ভুল হবে। তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের দিক থেকে নানান বৈচিত্র্য ছিল। দ্বিতীয়ত: যুবাবয়সের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক রাডিক্যাল চিন্তা বয়ঃবৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই স্তিমিত হয়ে আসে। তৃতীয়তঃ প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে নব্যবঙ্গ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্যটুকুও ক্রমশ ঘুচে যায়।

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নব্যবঙ্গদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নাস্তিক ও চার্বাক দর্শনের অনুগামী হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রবনতা লক্ষ্য করে আশংকা প্রকাশ করেছেন। মায়ের বৈধ্যব্যের যাতনা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কে ঘোর নাস্তিক করে তোলে। টম পেইনের Age of Reason সমসাময়িক কলকাতার যুবসমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ডাফের রচনা থেকেই জানা যায় যে এই প্রবল নাস্তিকতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। পরবর্তী কালে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও অন্যান্য নব্যবঙ্গগণ শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদী থাকেন, খৃষ্টান বা বা তার ব্রাহ্মণ ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ১৮৩৮ নাগাদ Society for Acquisition of General Knowledge সভায় ধর্ম আলোচনা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮শ দশকে কট্টর নব্যবঙ্গ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসেবে অযোধ্যায় বসবাস শুরু করেন ও পুত্রের সংগে অযোধ্যার জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৮০র দশকে নব্যবঙ্গদের ধর্ম বিমুখতার কঠোর সমালোচনা করেন।

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ও নব্যবঙ্গগন যে রাডিক্যাল আদর্শ ও চিন্তার সাক্ষর রেখেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরা তা থেকে বিচ্যুত হন। জাতিভেদ দূরীকরন, শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে নব্যবঙ্গগন সোচ্চার ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা স্ত্রী শিক্ষা ও নারী মুক্তির উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করতো, বহুবিবাহকারী কুলীনদের নামের তালিকা প্রকাশ করতো, এমনকি বিধবা বিবাহের জন্য সমিতি গঠনের প্রস্তাবও করে। রাধানাথ শিকদার বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান ও এই ধরনের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করার উপর গুরুত্ব দেন। নিঃসন্দেহে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নব্যবঙ্গদের চিন্তা ভাবনা সমকালীন বাংলাদেশে এক ছাপ রেখেছিল। কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে কোন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি, যা পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর কয়েক দশক পর। রাধাকান্তদেবের মতো ব্যক্তিত্ব, Reformer ও সমাচার দর্পন এর মতো একটা পত্রিকা ও স্ত্রী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। গৌরীশংকর বিদ্যাবাগীশের মতো রক্ষণশীল পন্ডিত ও স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করেন। অতএব এক্ষেত্রে নব্যবঙ্গদের কোন একক প্রয়াস ছিল না। নব্যবঙ্গদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪২ এ প্যারীচাঁদ মিত্র অকারণে হিন্দু শাস্ত্রকে সব সামাজিক দূর্নীতির উৎস হিসেবে বর্ণনা করার জন্য কৃষ্ণমোহনের সমালোচনা করেছেন। ১৮৩৮ - ৪০ এর মধ্যে বিভিন্ন বক্তৃতায় প্যারীচাঁদ প্রাচীন ভারতীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও গৌরবময় ঐতিহ্যের জয়গান করেন। ভারতের জলবায়ুতে বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতাও তিনি সমর্থন করেন। British India Association এর পক্ষে লিখিত এক পুস্তিকায় (১৮৫৩) প্যারীচাঁদ মিত্র বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়কে আইনসভার আওতার বাইরে রাখার কথা বলেন।

ব্যবহারের। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ধনী জমিদারেরা ইংল্যান্ডের অনুসরণে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা সংগঠনের কথা এখানে প্রথম ব্যক্ত হয় — যেমন [illegible]। [illegible] সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৮৪২ এ দেশহিতৈষিণী সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় প্রসন্নকুমার ঠাকুর [illegible] ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সম্পদ ও অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে সাহায্য করবে। এই সভার উদ্দেশ্যের [illegible] হিসাবে [illegible] বঙ্গদেশীয়। [illegible] দ্বারকানাথ ঠাকুরের Bengal British India Society প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ এ। সমিতির প্রথম সভায় [illegible] ব্রিটিশ সরকারের প্রতি। [illegible] ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের [illegible] ছিল। [illegible] এর [illegible] ও [illegible] নিয়মতান্ত্রিক [illegible]। ১৮৪৪ এ [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] নিয়মতান্ত্রিক [illegible] নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের [illegible]। [illegible] George Thompson এর মত [illegible]। Thompson [illegible] ও তাঁর [illegible] যে, ইংল্যান্ড [illegible] সুযোগ সুবিধা [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] তেমনি [illegible] করেছেন।

[illegible] পরিবর্তনশীল [illegible] সমাজ [illegible]। [illegible] এক [illegible] পরিবর্তনশীল [illegible] ছিল। কিন্তু [illegible] এবং [illegible] 'process of inversion' [illegible] ছিলেন [illegible]। [illegible] Bentham, Broghem, Thomson ও Owen-এর [illegible] নয়, Chartist আন্দোলন ও [illegible] এর [illegible] ছিলেন, [illegible] সাহিত্যে [illegible]।

[illegible] বিভিন্ন [illegible] একই [illegible] সাহিত্যের [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] কিন্তু [illegible] কেশব, [illegible], [illegible] সম্পর্কে, [illegible] ও [illegible] বিভিন্ন [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]

রামমোহনের মতো প্রকৃতি। যুক্তিনিষ্ঠ মনন ছাড়া প্রকৃত বাঙালি সমাজে নবজাগরণ সম্ভব ছিল না। ডিরোজিও শিষ্যদের মনে প্রতিক্ষেত্রেই যুক্তি খুঁজতে শেখান যে, তারা সত্যকে নিজেরা যাচাই করে নেবে। Academic Association ও Enquirer-এর বিতর্কসভা ও পত্রিকা [illegible] এই বিষয়ে [illegible] তখন, ডিরোজিও তখন [illegible] সমাজে [illegible] যে, হিন্দু [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ও [illegible] প্রকাশ্যে [illegible]।

নব্যবঙ্গীয়রা তখন অনেক বিষয়ে [illegible] সমালোচনা করতেন, নব্যবঙ্গের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল: 'mere prattle and no practice'। অর্থাৎ তাঁরা বিতর্কেই মুখর ছিলেন, বাস্তবক্ষেত্রে [illegible] কোনো [illegible] আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তবে [illegible] হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে যেমন তারা [illegible] প্রথম যুগে বিদ্রোহ ও সংস্কার [illegible] ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে তারাই আবার প্রাচীন [illegible] হিন্দুত্ব থেকে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। অধিকাংশ [illegible] নব্যবঙ্গের [illegible] যে তারা [illegible] প্রগতিশীল [illegible] সমাজ [illegible] চেয়েছিলেন; কিন্তু একটি ঐতিহাসিক [illegible] যে তা সম্ভব নয় যে তারা ইতিহাসের [illegible] পারেননি।